ঘরে ফেরা
স্বপন দাস

চরিত্র কার্তিক, জসিমুদ্দিন, কুসুম

মফঃস্বল শহরের বাসস্ট্যাণ্ড। তিন-চার ঘন্টা পর-পর এক-একটা দুরপাল্লার বাস। সন্ধ্যা ছটায় শেষ বাস চলে যায়। ন-গ্রামে যাওয়ার বাস দিনে একবার। শেষ বাস চলেগেলে বাসস্ট্যাণ্ডে আর লোকজন দেখা যায় না। কার্তিক ও কুসুম হন্তদন্ত হয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ায়। কুসুম হাঁপাতে থাকে।

কার্তিক এইতোর জন্যি, এই তোর জন্যি আজকের বাসডা ফস্কে গেল। বুঝেছিস। ত্যাখন থেকে বলছি, আয়, কুসুম আয় একডু পাচালিয়ে আয়। আজকের বাসডা চলে গেলে বিপদে পড়তি হবে। তা-না হাটছে ঠিক যেন নজ্জাবতী কলা বৌ। এখন কি করবি? সেই কালকে সকালের আগে আর বাসনাই। এবার সারা রাতডা এখানে বসে থাক। ইস্ এমন গেরোয় মানুষে পড়ে। কুসুম ঃ এই ফাঁকা জায়গায় থাকতি হবে?

কার্তিক হ্যাঁ-এই ফাঁকা জায়গাই থাকতি হবে। (আপন মনে) ঠান্ডাটা আজকে অবশ্য বেশি নাই। ঠাকুরের ইচ্ছায় এডাই রক্ষা। মুড়ি-টুরি আছে কিছু । খাজাঞ্জি বাজার থেকে যে সাদা বাতাসা কিনে ছ্যালাম- হাতড়ে দ্যাখনা, তার দুই একডা যুদি থেকে থাকে। তাই দিয়েই আজকের রাতের আহারডা সারতি হবে।

কুসুম ইস্ রাস্তার মধ্যে থাকতিহবে?

কার্তিক হবে-হবে-বিপদে পড়লে রাস্তার মধ্যেই থাকতি হবে। এখানে আর রাজ প্রেসাদডা পাবি কুতায়? কতায় বলেনি মজ্জিত মানুষ খরকুটোকে আঁকড়ে ধরে। (চারিদিকে তাকিয়ে)জায়গাটা মন্দ কি?

কুসুম হ্যাঁ-মন্দ কি! এখানে মানুষ থাকে?

কার্তিক না থাকে না। কিন্তুক আজকে থাকবে। মানুষই থাকবে। কি করবে মানুষ দুডা। যাবে কুতায়? গেরামতো আর নিকটেনা। ইখান থেকে পেরায় বিশ-পঁচিশ ত্রোশ দুরে হবে।

কুসুম বিশ ত্রোশ! (কাঁদতেথাকে।)

কার্তিক এই দ্যাখ, আবার কাঁদে ক্যানে। এইজন্যই শাস্ত্রে আছে, শুভযাত্রায় নারী বর্জন। এই কুসুম। কুসুম!

কুসুম ক্যানে যে বাপ আমার সঙ্গে তোমারবে-দিয়েছিলো। কি কুক্ষণে যে মরতি হালিম বাজারে গিয়েছিলে।

কার্তিক

আরে ধুস, বে-যখন নিসপত্তিহয়ে গেছে, ত্যাখন আর কেঁদে শরীলডার ক্ষয় করে নাভ কি? চুপ মেরেযা। আমার মত পাত্র পাওয়া সাত জনমের পুণ্যির ফল। বুঝেছিস। ক্যামন নধর কার্তিক দেখতে দেখেছিস? বয়সডা যেন বয়সই না। দেখতিযেন এখনও ঠিক তিরিশ বছর।

কুসুম হুঁ তিরিশ বছর।প্রেথ্যমে বাপরে বললে, চল্লিশ বছর। বাপ ঠিক বুঝতে পেরে বললে, বাপধনবয়সডা আর একডুবাড়িয়ে বলো। তুমি বললে, ধরেন, তা হলি বেয়াল্লিশ বছর। বাপ বললে-আমি ধরে আছি -তুমি বাড়িয়ে যাও। তুমি বললে, তাহলি পয়ঁতাল্লিশ বছর। বাপ বললে, এগিয়ে যাও। তুমি বললে, তাহলি সাতচল্লিশ। বাপ বললে ঠিক আছে-এবার সত্যি প্রেকাশ পেল।

কার্তিক তোর বাপডা শালা এক নম্বরের হারামির বাচ্ছা। নিজি কূট চরিত্রের মানুষ, তাই সব কিছু কু-নজরে দেখে।

কুসুম এই সাবধান। আমার বাপরে গালদ্যাবে না বলে দিচ্ছি।

কার্তিক উঃ গাল দ্যাবে না বলে দিচ্ছি। গালদ্যাবে না। পুজো করবে। শালা মিথ্যেবাদী, চোর -- চোট্টা চিটিংবাজ।

কুসুম কি মিথ্যে বলেছে আমার বাপ।

কার্তিক কি মিথ্যে বলে নাই।

কুসুম কিবলেছে বলবে তো।

কার্তিক একডা ঘড়ি দিবেবলেছিলো, কুতায় দিয়েছে ঘড়ি। বললে, বাপ আমার, এ্যাখন বিয়েডা সেইরে ফ্যাল। নির্বিঘ্নে শুভ কাজডা চুকে গেলে জিনিসডা হাতে পাবে। শুভ কাজডাচুকে-বুকে আজ পেরায় চার বছর অতিক্রম করে এলো। কুতায় হাতে আছে তোর বাপের দেওয়া ঘড়ি?

কুসুম তুমিও তো বলে ছিলে, তোমার বিশটেকাজ। মাস গেলে ছয়সো টেকা জগার। কুতায় পরে জানতি পারলাম-তোমার পনেরো টাকা, মাস গেলে চারশো টেকা জগার।

কার্তিক হয়। হয়। বিশ টেকাই জ হয়।

কুসুম বিশ টেকাই জ হয়। তাইলে,পনেরো টেকা দ্যাও ক্যানে।

কার্তিক পাঁচ টেকা মাইনাছ করি।

কুসুম কি কর?

কার্তিক মাইনাছ করি।

কুসুম সেইডা কি?

কার্তিক মাইনাছমানে, হ্যাঁ হ্যাঁ এইডা হোচ্ছে --এংরেজী শব্দ ও তুই বুঝবি নে।

কুসুম হুঁ, ভারী আমার গু মশায়। ওতুই বুঝবি নে। বলো না, বুঝিয়ে বলো না। টেকা পয়সার হিসেব নিকেশ মেয়েনোকেরা ভাল বোঝে।

কার্তিক পাঁচ টেকা সরিয়ে রাখি।

কুসুম ক্যানে, ক্যানে, সরিয়ে রাখোক্যানে?

কার্তিক ও সব পু ষ নোকের পেরাইভেট ব্যাপার। ও তুই বুঝবি নে।

কুসুম বলোনা গো, ক্যানে সরিয়ে রাখো?

কার্তিক মাল খাই।

কুসুম কি খাও?

কার্তিক মাল, মাল-ও তুই তো আবার মালবুঝবি - নে। মদ খাই, বুঝেছিস।

কুসুম সে তো বাপ ও খায়। পেতিদিন দুইটেকা খরচ। পাঁচ টেকা লাগবে ক্যান।

কার্তিক আমি বিলাইতি খাই।

কুসুম কি খাও?

কার্তিক বিলাইতি- বিলাইতি- আমি শালাতোর বাপের মত ফ্যালনা না, বুঝেছিস। আমার ইজ্জত আছে।

কুসুম ইস- পাচঁ টেকার মদ খাও। ওরেআমার বাপরে। এ তুমি কার হাতে আমারে সপে দিয়েছো বাপ গো। (কান্না)

কার্তিক আরে, এই দ্যাখ, আবারকাঁদে। আরে এই কুসুম। চুপ যা। আরে দ্যাখ দেখি। এই শোন না একডু। আচ্ছা আচ্ছা, আর খাবো না। এই পেতিজ্ঞে করছি। মা কালির দিব্যি বলছি। কোন শুয়োরের বাচ্চা বিলাতইতি খায়।

কুসুম এ্যাঁ-পাঁচ টেকার মদ গ্যালো, আর আমি বাড়িতি উপাস যাই। (কান্না)

কার্তিক এতো মহা গেরোয় পড়া গেল। এইকুসুম, শোন, শোন। পাঁচ টেকার মাল খাই না। দুই টেকা পচাঁত্তর পয়সার চুল্লু খাই।

কুসুম কি খাও?

কার্তিক চুল্লু। চুল্লু।

কুসুম ইস, কি সব নাম, চুল্লু! মাগো!ক্যানে, এমন নামের মদ খাও ক্যানে? ভালো নামের মদ নাই? (কান্না)

কার্তিক দেখো দেখি। আবার ফ্যাসাদ। মালের আবার ভালো নাম। আরে বাবা, চুল্লু, মাল্লু যে নামেই ডাকিস না ক্যানে, ঐডা তোমাল। খেলি তো নেশা হবে, নাকি?

কুসুম (কাঁদতে থাকে।)

কার্তিক কোন কুত্তার বাচ্চা বে- করে।

কুসুম কি বললে, আমি কুত্তা-এ্যাঁ-। (কান্না।)

কার্তিক কুসুম। কুসুম। এই কুসুম। (জোরে ধমক দেয়। কুসুম তাকায়) তুই একডা ছেলেচেয়েছিলি না। না-না-কুসুম। আমার বিশ্বেস তুই বাজাঁ নস। মাইরি বলছি কুসুমতোর একডা ছেলে হবে। তোর কোল জুড়ে আলো করবে। এক বছর পর থেকেসারা উঠান কুর-কুর-কুর-কুর করে ঘুইরে বেড়াবে। আমারে বাপ বলবে।তোরে মা বলবে। বড় হবে। ওরে আমি আমার মত দিন মজুর করবো না কুসুম।ছেলে আমার আপিসে কাজ করবে। পেতিদিন দশটা-পাঁচটা আপিস যাবে। মাসেরশেষে আমারে হাত ভর্তি টেকা দেবে। কুসুম -কুসুম- কু-সু-ম-রে... রে... রে... ততদিন কি আর আমি বাঁচবো কুসুম, বেঁচে থ্যাকবো?

কুসুম না-না-তুমিবাঁচবে। দেখো, তুমি ঠিক বেঁচে থ্যাকবে।

কার্তিক যেদিন থ্যাকে গেরাম ছাড়লাম-সেইদিন থ্যাকে কপাল পুড়লো। গেরামে চার বিঘে জমিছিল। ঘর ছিল, মাটির ঘর। বৎসরের কিছুডা ধান জমি থেকে উঠে আসতো। কিসোন্দর জীবন ছিল। শালা চোধুরী মশায়ের পাল্লায় পড়ে সব কিছু নষ্ট হলো।বললে-যা-কার্তিক-যা-জসিমু উদ্দিনের ঘরডা জ্বালিয়ে দে। ওর সর্বনাশ না করতি পারলে-এ গেরামে টিকতে পারবি না। ও শালা মোছলমান। ওরা হয় জাত শয়তান। ত্যাখন কি জানতাম-আসল শয়তান ঐ চৌধুরী মশায়।

কুসুম যাগ গেযাক। এখন তো চৌধুরী মশায় মইরে গেছে ও পাপ তো আর গেরামে নাই।

কার্তিক কিজানি, শালার ছেলে আবার কেমন তৈরি হয়েছে। ঐ বাপেরই তো ছেলে - বাপের চরিত্রি কি আর কিঞ্চিত বর্তাবে না ছেলের মধ্যি।

কুসুম না গো-না-। বাপ ছেলে এক রকমহয় না গো-এক রকম হয় না। আমার বাপতো মদ খায়। কুতায়, আমার দাদাতোমদ কি জিনিষ তাই জানে না। ঠিক যেন এক জ্যান্ত ঠাকুর।

কার্তিক জ্যান্ত ঠাকুর! শালা নুকিয়ে চুরিয়ে খায় কিনা কে জানে।

কুসুম কি বললে -আমার দাদা মদ খায়?(কান্না)

কার্তিক এই দ্যাখ-খালি একই অস্ত্র ছুইড়ে মারে! আরে খায় কুতায় বললাম খেতি পারে কিন্তুক-সেই কথাডাই বললাম।

কুসুম না বলবে না। আমার দাদা দেবতা। খাঁটি সোনা।

কার্তিক খাদ আছে শালা মেকি সোনা।

কুসুম কি বললে খাদ আছে?

কার্তিক না খাদ নাই - লোহা আছে, লোহাপিতল-ছাই-ভস্মক

কুসুম এই সাবধান কিন্তুক ...(হঠাৎ কুসুমের মাথাটা ঘুরে ওঠে। কোন রকম সামলে নেয়।)

কার্তিক কুসুম কি হয়েছে কুসুম। এই কুসুম। শরীল খারাপ নাগছে? কুসুম? কুসুম?

কুসুম না কিছু না--ভাল আছি। (এমন সময় জৈনেক ব্যক্তির প্রবেশ। পরনে ছেঁড়া ফাটা প্যান্ট। সারা মুখেকাঁচা-পাকা দাড়ি।)

জনৈক ব্যক্তি দাদারা কি বাস পান নাই?

কার্তিক কে ?

জনৈক ব্যক্তি বলছি-দাদারাকি শেষ বাসডা ধরতি পারেন নাই?

কার্তিক না - শেষ বাসডা পাই নাই।

জনৈক ব্যক্তি আমিওতাই।

কার্তিক কি বললেন।

জনৈক ব্যক্তি বলছিআমিও তাই। শেষ বাসডা পাই নাই। আবার বাস তো সেই সকালে, তাই না?

কার্তিক হ্যাঁ - সকালে।

জনৈক ব্যক্তি তারাতডা তো ইখানেই গুজরাবেন?

কার্তিক হ্যাঁ - এখন আর যাবো কুতায়।

জনৈক ব্যক্তি ভালোই হয়েছে - একডা দোসর মিললো।

কার্তিক কি বললেন?

জনৈক ব্যক্তি বলতেছিআপনাদের সাথে গল্প গুজব কইরে সময়ডা কাটবে ভালো। জায়গাডা বড়নির্জন। বাসের সময় ছাড়া বড় একডা নোকজন দেখা যায় না। তা আপনারা যাবেন কুতায়?

কুসুম (নীচুস্বরে) এ্যাই,সাবধান, পেটের কথা ফাঁস করবে না বইলে দিচ্ছি।

কার্তিক যাবে, যাবো, যাবো মানে ঐ দিকডায়।

জনৈক ব্যক্তি জায়গাডার নাম নাই?

কুসুম সে খবরে আপনার দরকার কি?

জনৈক ব্যক্তি মা-নক্ষী কিছু বললেন বলে বোধ হচ্ছে?

কার্তিক না- কিছু বলে নাই?

জনৈক ব্যক্তি বলছি-আপনাদের যাওয়ার গতি কতদুর?

কার্তিক দেখি কতদুর যেতি পারি। ঠিকনাই কিছু, ভালমত জায়গা না পেনে, যেখানে-সেখানে নেমে যাবো।

জনৈক ব্যক্তি সে কি! সে কি কথা! যাওয়ার গন্তব্য নাই-অথচ বাসের তরে রাত কাটানো। হাঃ-হাঃ-হাঃ ভয়নাই মা জননী। আমি বিশেষ ক্ষতি করার নোক না। ক্ষতি যা করারএকডা কইরে ফেলেছি। তা সে প্রেরায় পনেরো বছর গত হয়েছে।

কার্তিক দাদা আমার পরিবার নে - ইখানেরাত কাটানো খুব একডা নিরাপদ ময় -নাকি বলেন?

জনৈক ব্যক্তি কিছুভয় নাই। দেখলি পরে এ সমাজে সর্বত্রই ভয় আছে। ভয় আছে ই-দিক উ-দিক। আসল ভয়ডা কারে জানেন?

কার্তিক কারে ?

জনৈক ব্যক্তি নিজেরে।

কার্তিক নিজেরে!

জনৈক ব্যক্তি হ্যাঁনিজেরে। নিজেরে বিশ্বেস করা এ বড় কঠিন ব্যাপার। প্রত্যেক মানুষেরভিতর আর একডা মানুষ থাকে। একডা বাইরে- আর একডা ভিতরে। থ্যাইকে থ্যাইকে বাইরের মানুষডার সঙ্গে ভিতরের মানুষডার যুদ্ধ বাধে। তুমুল যুদ্ধ। ও বলে সাবধান, উ -দিকে যাবি না। আবার ঐ মানুষডা ঘাবডি মেরে ঐদিকেই চলে যাই।

কার্তিক পাগল বলে বোধ হচ্ছে।

কুসুম এঁ্যা, একডা পাগলের সঙ্গে থাকতি হবে। আমার বড় ভয় কচ্ছে গো (কান্না)

জনৈক ব্যক্তি না-না ভয় পাবেন না মাজননী। ভয় নাই। আমি আছি। পঞ্চাশ বছর বয়সেও এখন কিন্তু তাগদডা খুব একডাকম নাই। এখনও একবার হাক মারলি-এই হো-ই। (বাইরে ঝিঁ ঝিঁপোকার ডাক, কুকুরের চিৎকার)

কুসুম এই, আমার বড় শীত করছে গো।

কার্তিক কাথাঁডা বার করে দুবো?

কুসুম আমার ভয় করছে গো।

কার্তিক না- না- ভয় কিছু নাই। মানুষডারমাথায় একডু ছিট থাকলিও নোকডা কিন্তুক খারাপ না।

কুসুম কিকরে বুঝলে তুমি?

কার্তিক ও আমি বুঝতি পারি। আমার বাপ বলতো; মানুষের চোখ দেখলেই মনের কথা বুঝতি পারবি।চোখের দিকে তাকিয়ে থাকবি। চোখের পাতা পর্যন্ত নাড়াবি না। খালিখালি দেখতি থাকবি। দেখতি দেখতি চোখের মণির মধ্যি বাইস্কোপের মত মানুষের আসল মনডা দেখতি পাবি। এরে বলে সম্মোহন।

কুসুম কি বলে?

কার্তিক যাদু-যাদু

কুসুম তুমি যাদু জানো?

কার্তিক জানি - জানি।

কুসুম বল নাই তো?

কার্তিক সব কথা কি আর বলার জন্যি।

জনৈক ব্যক্তি না-না-সব কথা বলা যায় না।

কুসুম ওমা, এতোক্ষণ সব কথাশুনছিলো।

কার্তিক ও মশায়, আপমি মোদের সব কতারমধ্যি কান দিবেন না-হ্যাঁ...।

জনৈক ব্যক্তি কান কি আর দিতে হয়। কান এমনিই চলে যায়। আসলে আপনারা য্যাখন কতা বলছিলেন-দুরত্ব তো বেশি না-কতা ভাসতে ভাসতে ইদিকডায় চইলে আসছে। একডু আস্তে বলেন দয়া কইরে। যাবেন কুতায়?

কুসুম ন- গেরামে।

কার্তিক ইস্ বলে ফেললে।

জনৈক ব্যক্তি ন-গেরামে! ন-গেরামে কুতায় যাবেন?

কার্তিক সে খবর আপনার দরকার কি?

জনৈক ব্যক্তি দরকার আছে।

কার্তিক কি দরকার আপনার।আর দরকার থাকলিও আমরা বলবা ক্যানে। এ্যাঁ-বড় মাতববর এয়েছেন। গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান। সব কথা ওনারে বলতি হবে। দেখছে স্বামী-ইস্ত্রী কতা হচ্ছে একডা পরিবার, অসহায়। কুতায় ইদিক থেকে সরে যাবে-তা না খালি খ্যাঁচোর খ্যাঁচোর। শালা মানুষডার কান্ডজ্ঞান নাই।

জনৈক ব্যক্তি আমার নিবাসও ন-গেরামে।

কার্তিক আপনি ন-গেরামে থাকেন, দ্যাশকুতায়?

জনৈক ব্যক্তি ন-গেরামে।

কার্তিক জন্ম কুতায়?

জনৈক ব্যক্তি ন-গেরামে।

কার্তিক ঘর কুতায়?

জনৈক ব্যক্তি ন-গেরামে।

কার্তিক পরিবার কুতায়?

জনৈক ব্যক্তি ন-গেরামে।

কার্তিক বাড়লেন কুতায়?

জনৈক ব্যক্তি ন-গেরামে। আজ পেরায় পনেরো বছরদ্যাশ ছাড়া।

কার্তিক ক্যানে?

জনৈক ব্যক্তি সে এক লম্বা ইতিহাস। সে বলতি গেলে এরাতডা কেটে যাবে। আমার নিবাস ন-গেরামে, মস্জিদ পাড়ায়।

কার্তিক মস্জিদ পাড়ায়!

জনৈক ব্যক্তি কি হয়েছে মশায়। এমন চমকে উঠলেন ক্যানে? মসজিদ পাড়া চেনেন নাকি?

কার্তিক না-না-আমি চিনিনা। আমি জানিনা। কুসুম। কুসুম। চল চল আমরা ঐ-দিকডায় যাই। ঐ দিকডায় একডা ছাউনি দেখতি পাচ্ছিস?

জনৈক ব্যক্তি না-উদিকে তো ছাউনি নাই।

কার্তিক আমি বলছি আছে আর আপনি বিশ্বেস করছেন না?

জনৈক ব্যক্তি না-না-আপনি ভুল করছেন। ওদিকডায় ছাউনি নাই।

কার্তিক	না-থাকলিও আমি ওদিকডায়ই যাবো। আমার খুশি আমি যাবো। আমার যেথায় ইচ্ছা সেথায় যাবো-আপনার কী?

জনৈক ব্যক্তি	না-না- আমার কী? আপনার যেথায় ইচ্ছাসেথায় যাবেন, আমার কী! আমি কে?-বিদেশ ভুইয়ে একজন নারী নিয়ে-যখন আমি আপনি এক গেরামের নোক।

কার্তিক	না-না-আমার দ্যাশ ভিন গাঁয়ে। আমার জমি ভিন গাঁয়ে - আমার বাপ ভিন গাঁয়ে - আমার কর্ম ভিন গাঁয়ে-আমার জন্ম ভিন গাঁয়ে - আমি অন্য দেশের নোক। আমার নাম শ্রীগোবিন্দ কর্মকার। আমি শহরের পেরাইভেট বাসের কনডাকটর। এই চল-চল-চল।বাঁয়ে-বাঁয়ে বাঁয়ে- ছাদামতলা, ছাদামতলা, ছাদামতলা। (পাগলের মত বলতে থাকে।)

জনৈক ব্যক্তি	এই যে, এই গোবিন্দ মশায়, শুনছেন! শুনছেন। আপনি একডু সুস্থ হয়ে দু-দন্ড বসেন তো মশায়। কিবলতি কি বলছেন তার ঠিক নাই কিছু। মাথায় কি গোণ্ড গোল আছে আপনার।

কার্তিক	কি বললেন?

জনৈক ব্যক্তি	বলছি মাথায় গণ্ডগোল আছে আপনার?

কার্তিক	আপনি থাকেন কুতায়?

জনৈক ব্যক্তি	মসজিদ্ পাড়ায়।

কার্তিক	কোনবাড়ি?

কুসুম	ওগো শুনছো? তুমি একডু শান্ত হয়ে বসো দেখি। শরীল খারাপ করছে? কেমন নাগছে? একডু জল খাবে?

কার্তিক	দাও, একডু জল দাও।

কুসুম	জল তো নাই।

জনৈক ব্যক্তি	ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি ঐ কলসিডাদ্যান। আমি এখুনি পানি নিয়ে আসছি। (কলসিটা নিয়ে বেরিয়ে যায়।)

কার্তিক	পানিআনছি। এ শালা মোছলমানের বাচ্ছা। আমি এরে চিনেছি কুসুম। মসজিদ্ পাড়ায় নিবাস। দক্ষিণ তলায় ঘর। নালদীঘির পাশে, উত্তরে। নোটন চাপাঁর পাশেররাস্তা। হালিমদের পাশের ঘর। এ শালা জসিমউদ্দিন।

কুসুম	কে ?

কার্তিক	আমি যার ঘর পুড়িয়েছি। যার ঘরে আমি আগুন দিয়েছি।

কুসুম	ক্যানে-আগুন দিয়েছো ক্যানে?

কার্তিক	ঐ শালা চৌধুরীমশায়ের কতায়। চৌধুরীমশায় বললে-কার্তিক ওর ঘরে আগুন দে। ও শালা মোছলমানের বাচ্ছা। ওর ঘরে আগুন ধরাতি পারলে তোর বন্ধক জমি আমি ফেরৎ দুবো। তোরে সমবৎসরের ধান দুবো। তোর সব সুদ ছেড়ে দুবো।

কুসুম	তুমি শুনলে?

কার্তিক	কি করবো, বিশ্বেসকরলাম। ও খালি খালি বলতি নাগলো মোছলমান, মোছলমান। ঐ একডা কতাই মাথার মধ্যি ঘুরতি নাগলো, মোছলমান-মোছলমান। সহ্য করতি পারলাম না। একদিন অন্ধকারে মশাল নিয়ে চুপি চুপি ওর চালায় আগুন দ্যালাম। উঃ সেকিআগুন। দেখতি দেখতি সমস্ত গেরামডা নালে নাল হয়ে গেল। আমি ছুটতিছুটতি চৌধুরী মশায়রে খবর দ্যালাম।বললাম, চৌধুরীমশায়, দিয়েছি -আমি জসিমউদ্দিন -এর ঘরে আগুন দিয়েছি, দ্যান, আমার জমি ফিরিয়ে দ্যান, সমবৎসরের ধান দ্যান। দ্যান, দ্যান, চৌধুরীমশায় আমার পাওনাগন্ডা ফেরৎ দ্যান। ও বললে, ধুর শালা, কে বলেছে-কি দুবো। যা-যা-। কাল সকালে পুলিশ এসে ধরার আগে গেরাম ছাড়। ব্যাস-তারপর থেকে ছোটার পালা। কেবল-ছুটছি-ছুটে-ছুটেপালিয়ে বাঁচছি। কুসুম-কুসুম-আমি আর পারছি না-রে। পারছি না।(জসিম উদ্দিনের প্রবেশ)

জসীমউদ্দিন নেন, নেন, পানি নেন।

কার্তিক না-।

কুসুম না-না-থাক। ও জল খাবে না।

জসীমউদ্দিন ও বুঝেছি, আপনি খাবেননা। মোছলমানের ছোঁয়া তো। থাক-থাক। তেষ্টা পেলেই খাবেন। ত্যাখন আর জাতের কথা মনে থাকবে না। আসল কতা বাঁচা। বাঁচতি আপনারেও হবে। আমারেও। আপনিও যা, আমিও তা। নাই জমি, জায়গা, ঘর, বাড়ি। ভিখারি,ভিখারি, আমরা সব আল্লার ছাদের তলায় একই পরিবারের সব ভিন্ন ভিন্ন ভিখারি। ক্যানে যে আল্লা, আলাদা আলাদা-জাত কইরেছে। হিন্দু, মোছলমান,খৃষ্টান। আসলে কি জানেন? জাত দুডা-গরীব আর বড়নোক। খাবার-দাবারআছে কিছু। (ইঙ্গিতে ওরা বলে - আছে) খান, খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েন। আমার কাছে মুড়ি আছে। বেশিই আছে। নাগলে পরে খেতি পারেন। (মুড়িবার করে খেতে থাকে।) আপনার শরীলডা সুস্থ নাই। শহরের হাসপাতালে শরীলডা একডু দেখিয়ে নেবেন দয়া কইরে। আপনি দায়িত্ব নিয়েছেন।শাদি করেছেন। যুদিও বোধ হচ্ছে ছেলে-মেয়ে হয় নাই। তা হবে তো। ছেলে-মেয়ে নাহলি কি আর সংসার সোন্দর হয়। ছেলে হবে-ছেলেরে মানুষ করবেন। ছেলেরে শাদিদ্যাবেন। কত কাজ বাকি! নেন- নেন- একডু ঘুমিয়ে নেন। আমিও একডু গড়িয়ে নিচ্ছি। সবই খোদার ইচ্ছা। (অন্য জোন এ কার্তিক ও কুসুম) ।

কার্তিক নে শুয়ে পড়।

কুসুম আমার বড় ভয় করছে গো।

কার্তিক কিস্‌সু ভয় নাই। আমি তো আছি। ওশালারে ছাড়বো না।

কুসুম কি বললে - কি করবে তুমি ওরে।

কার্তিক না কিছু না।

কুসুম আমার কিন্তুক ভয় করছে।

কার্তিক কিস্‌সু ভয় নাই। শুয়ে পড়। (কুসুম শুয়ে পড়ে) কুসুম, শত্রু মারলে পাপ হয়, না -- নারে?

কুসুম শত্রু কে?

কার্তিক শত্রু আছে। মনে কর, আমি যুদি একডা শত্রুরে মেরে ফেলি?

কুসুম ছিঃ, অমন কতা বলতি নাই। মানুষমারলি পাপ হয়।

কার্তিক শত্রু মারলে পাপ হয় না। রামচন্দরতো রাবণরে মেরেছেলো। দুষ্টুর দমন কইরে সীতারে উদ্ধার কইরেছেলো রামচন্দ ভগবান।

কুসুম শত্রুরে চিনতে হয়। (হাইতোলে)

কার্তিক আমি ঠিক চিনেছি। ওশালা চামারের বাচ্চা। আমার জনম শত্রু । সেদিন রেতের বেলায় আমার ধানেরখেতডা পুড়িয়ে দ্যালো। ক্ষেতে আমরা সোনার মত ধান ছেল। সব আমার জ্বইলে পুইড়ে একদম শেষ হইয়ে গেল। এখনও আমি দেখতি পাই। জানিস কুসুম-কুসুম-এই কুসুম-কুসুম। (ঠিক এইসময় কার্তিক পুটুলিরভেতর থেকে একটা দা-- বার করে। আস্তে আস্তে জসিমউদ্দিনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।)

জসীমউদ্দিন (শোয়া অবস্থা থেকে) দা-ডারেখে দ্যান।

কার্তিক কি বললেন?

জসীমউদ্দিন দা-ডা রেখে দ্যান।

কার্তিক না- তোমারে আমি ছাড়বো না। তুমি আমার জাত শত্রু।

(জসিমউদ্দিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েকার্তিক। ধস্তাধস্তি শু হয়ে যায়। এমন সময় রাতের পাহারাদারের চিৎকার শোনাযাবে। জাগো-জাগো-। হঠাৎ কুসুমের ঘুম ভেঙ্গে যায়। কুসুমউঠে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দেয়।)

কুসুম এই শুনছো-শুনছো-তোমরা। শুনতে পাচ্ছো আমার কথা? (দুজনেই মাটি থেকে উঠে পড়ে।)

জসীমউদ্দিন যাও, তোমারে ছেড়ে দ্যালাম। নেহাৎ মা-জননীসঙ্গে ছিল, তাই এ জনমডা বেঁচে গেলে।

কার্তিক যাও,যাও, শালা। রাতের অন্ধকারে আমার ধানের ক্ষেতে আগুন দিয়েছিলে ক্যানে?

জসীমউদ্দিন তুমি ও তো আমরা ঘর জ্বালিয়েছো। আমারসর্বস্ব শেষ কইরে দিয়েছো। আমার সাত বছরের ছেলেডা জ্বলতি জ্বলতি শেষহয়ে গেছে। আজ পেরায় বিশ বছর আমারে ঘর ছাড়া করেছো।

কার্তিক তুমি আমার ধান ক্ষেতে আগুনদিয়েছিলে ক্যানে?

জসীমউদ্দিন মাতার ঠিক ছেল না। যখনআমার ঘরডা দাউ দাউ করে জ্বলতি নাগলো, ঠিক ত্যাখন দেখি অনেক দুরেচৌধুরীমশায় দাঁইড়ে আছে। দৌড়ে চৌধুরীমশায়ের পায়ের ওপর নুটিয়েপড়লাম। বললাম- চৌধুরীমশায়, বিচার করেন। এমন সবেবানাশ করলো কার্তিক আমার। দ্যাখেন। এবার আপনি বলেন, কি করবো আমি। চৌধুরীমশায় বললেন, দেতুই ওর ধান ক্ষেতডা পুড়িয়ে দে-। ধান ক্ষেতডা পুড়িয়ে দে, শালা ঐ কথা কডাই মাথার মধ্যি ঘুরতে নাগলো। ধান ক্ষেত পুড়িয়ে দ্যালাম।

কার্তিক ব্যাস-সঙ্গে সঙ্গে ধান ক্ষেতডা পুড়িয়ে দ্যালে?

জসীমউদ্দিন দ্যালাম। কিন্তু গেরামে তো থাকতে পারলামনা। চৌধুরীমশায় বললেন, পালা, জসিমউদ্দিন পালা, পুলিশ তোর পেছন নিয়েছে। ব্যাস, সেই থেকে গেরাম ছাড়লাম।

কার্তিক ক্যানে, ক্যানে তুমি আমার ধানক্ষেত পুড়িয়ে দিলে?

জসীমউদ্দিন ক্যানে তুমি আমরা ঘরে আগুন দ্যালে?

কার্তিক ক্যানে তুমি আমারে গেরাম ছাড়া করলে?

জসীমউদ্দিন তুমি ক্যানে করলে?

কার্তিক ক্যানে তুমি এত কষ্ট দিলে আমারে?

জসীমউদ্দিন তুমি ক্যানে দিলে?

কার্তিক তুমি ক্যানে দিলে?

জসীমউদ্দিন তুমি ক্যানে দিলে?

কার্তিক তুমি ক্যানে দিলে?

জসীমউদ্দিন তুমি ক্যানে দিলে?

কার্তিক তুমি ক্যানে দিলে?

জসীমউদ্দিন তুমি ক্যানে?

কার্তিক তুমি ক্যানে?

জসীমউদ্দিন তুমি ক্যানে?

কার্তিক জানি না- জানি না- আমরা কেউ কিছু জানিনা। (কার্তিক কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।)

জসীমউদ্দিন কুতায় ছিলে এতদিন?

কার্তিক শহরে?

জসীমউদ্দিন ঐ খানেই শাদি করেছো?

কার্তিক হ্যাঁ, কুসুমের বাপডা খুব জোর কইরে ধরলে। ঐ বয়সে আর বে করার ইচ্ছে ছেলনা। তবুও করে ফ্যাললাম।

জসীমউদ্দিন ভালই করেছো। মেয়েডা খারাপ না। ভালমেয়ে। এই কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝতি পেরেছি, মেয়েডার মন আছে।

কার্তিক তোমার পরিবার?

জসীমউদ্দিন খোঁজ নাই।

কার্তিক বিশ বছরের মধ্যে একবারও খোঁজ পাওনাই।

জসীমউদ্দিন না-।

কার্তিক কোন খোঁজ নাই?

জসীমউদ্দিন না সেরকম একডা বড় খোঁজ পাই নাই।তবে গত বছর হালিমের সঙ্গে দেখা হয়েছেল। সে বললে- বেঁচে আছে।

কার্তিক বেঁচে আছে?

জসীমউদ্দিন এর তার ক্ষেতে জ খাটছে।

কার্তিক জ খাটছে?

জসীমউদ্দিন বললে, তুমি দেখলে আর চিনতে পারবে না। শুকিয়ে মরা কাড বনে গেছে।

কার্তিক ছেলেডা?

জসীমউদ্দিন ছেলেডা তো মাটির নীচে শুয়ে আছে?

কার্তিক কি বললে?

জসীমউদ্দিন চালার আগুনে দগ্ধ হয়েমরে গেছে। বড় ভাল ছিল ছেলেডা আমার। অ-আ-কি সোন্দর পড়তি পারতো। আম্মা ডাকতো, আববা ডাকাতো। এতদিন বেঁচে থাকলি ছেলেডা আমার বিশবছরে পা দিতো।

কার্তিক জসিমউদ্দিন, আমারে তুমি ক্ষমাকর। (কান্না)

(অন্যজোন --এ)

কুসুম আমি তো এতো কিছুজানিনা। বাপ বললে, কুসুম বে-কর। তোর বে-র বয়স হয়েছে। ব্যাস বাপের কথায় রাজি হলাম। 'বে'-এর স্বপ্ন দেখলাম। খুব ছোটবেলায় মারে হারিয়েছি। আর একডা সন্তানের জন্ম দিতি--গে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে অকালে আমার মা সগ্‌গে গেল। মার কপালেও সুখ ছেল না। মেয়েনোকের কপালে বোধহয় কোনদিন সুখ থাকে না। শুনেছি, সংসারডার জন্যি মা বড় কষ্ট করতো। নোকের বাড়িতেবাসন মাজারকাজ করতো। সারাদিন খেটে মরতো। আমার বাপ তো আর মানুষ ছিলনা। রাতদিন মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকতো। মা দুডা ভালমন্দ কথা বললে, রেগেযেতো। সময়ে সময়ে গায়েও হাত তুলতো। একবাব দুগগো পুজোর দু-দিন আগে, মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে মা-রে খুব করে মেরেছিলো। মা তখন অন্তসত্তা। বাপডা এমন জোর একডা ধাক্কা মারলো-তাল সামলাতি না পেরে আমার জনম দুঃখি মামেঝের মধ্যে নুটিয়ে পড়লো। উঃ সেকি কষ্ট। মা যেন ঠিক একডাকাটা পাঁঠাব মত ছট-ফট করতি নাগলো। রক্তে সমস্ত মেঝেডা ভেসেগেল। আর বোধহয় সেই কষ্টেই পরের দিন মা-ডা হুস করে মইরে গেল।

(অন্য জোন --এ)

কার্তিক তোমারে আমার বিরুদ্ধে নাগিয়েছে,আর আমারে তোমার বিরুদ্ধে। ব্যাস, দুজনেরে গেরাম ছাড়া কইরে, আমাদের দুজনের ঘর বাড়ি জমি-জমা দখল কইরেছে।

জসীমউদ্দিন ওইডা ওনার জবর ফন্দি। দুজনেরে গেরামছাড়া কইরে, সব পথের কাঁটা দুর করেছেন।

কার্তিক আর আমরা শালা মুর্খের বাচচা। আসল মতলবডা বুঝতি না পেইরে দু-জন দুজনের সবেবানাশ কইরেছি।

জসীমউদ্দিন পঞ্চাশ টাকা ধার নিলে দু-মাস পরে দুইশো টেকা খাতায় নেখে। না দিতে পারলে বোলবে-দে-দে দক্ষিণের জমিডা নিখে দে।

কার্তিক বললাম- চৌধুরীমশায়, সেকি! সেদিনতো ধার শোধ করেছি। বললে, করেছো- ঠিক আছে করাচ্ছি। দুদিন পরে বুঝতি পারবা।

জসীমউদ্দিন চৌধুরীমশায় মরেছে, খবর পেয়েছো?

কার্তিক সে জন্যিই তো গেরামে যাচ্ছি।

জসীমউদ্দিন চৌধুরীমশায়ের ছেলে কিন্তুক বেঁচে আছে।

কার্তিক জানি।

জসীমউদ্দিন ঝাড়ের বাঁশ। কোনডা ভারি আরকোনডা স এই যা তফাৎ। ঝাড় উপড়াতে পারবা না?

কার্তিক কি বললে?

জসীমউদ্দিন বলছি ঝাড় শুদ্ধি উপড়াতি পার না?

কার্তিক সময় নাগবে জসিমুদ্দীন।

জসীমউদ্দিন কতদিন? (কুসুম হঠাৎ বমি করতে শুরু করে)।

কার্তিক কি হয়েছে-কি হয়েছে কুসুম?

কুসুম আমার শরীল খারাপ নাগছে। (বমি করতে থাকে)

কার্তিক জসিমউদ্দিন!

জসীমউদ্দিন চিন্তার কিছু কারণ নাই। আমিআছি। মা জননী, একডু পানি খাবেন।

কুসুম না- না-।

জসীমউদ্দিন খান-খান-আপনারা যেভাবে জল বলেন - আমরা বলি পানি। ভিন্ন নাম বস্তু এক। নেন, খান খান।

কুসুম না - আমি তোমার ছোঁয়া জলখাবো না।

জসীমউদ্দিন মা-জননী, আপনি চোখে-মুখে পানি দ্যান। ভালো নাগবে।

কুসুম না।

কার্তিক কুসুম, আমি বলছি, দে, চোখে-মুখে জলদে, ভালো নাগবে।

জসীমউদ্দিন দ্যান-দ্যান-দ্যান। (অবশেষে কুসুম চোখে মুখে জল দেয়)।

জসীমউদ্দিন কার্তিক ভাই। একডা কথা ছেল।

কার্তিক কি কথা?

জসীমউদ্দিন ইদিকে আসো। (হাত ধরে এক জায়গায় বসায়)

কার্তিক কি বলছো?

জসীমউদ্দিন আচ্ছা মনে করো, যুদি খোদা তোমার ঘরডা আলো করে দ্যায়--

কার্তিক খোদা আলো করবে .....।

জসীমউদ্দিন হ্যাঁ - মনে করো, যুদি অন্ধকার ভেদকইরে সূয্যির আলো আসে--। যুদি ভোর হয়। যুদি তোমার ঘরে খুশির হাটবসে। কুটুম আসে। আনন্দের সওদা হয়।

কার্তিক আমি ঠিক বুঝতে পারছি নাজসিম উদ্দিন।

জসীমউদ্দিন যুদি মনে করো সব কিছুবদলে যায়। আজ যা অন্ধকার কাল যুদি তাই আলো হয়। আজ যা দুঃখের ভাগ কালযুদি তাই আনন্দের স্বাদ দেয়, যুদি কাঁসর বাজে--, কেউ যুদি শংখতেফুঁ-নাগায়। ত্যাখন। যুদি স্বর্গ থেকে তোমাদের কৃষ্ণ আসে তোমার ঘরে, যুদি বাঁশি বাজায়, গান গায়...।

কার্তিক জসিমউদ্দিন!

জসীমউদ্দিন হ্যাঁ-তুমি বাপ বনবে। বোধ হচ্ছে তোমারবৌ গর্ভবতী।

কার্তিক আমার বৌ গর্ভবতী। আমিবাপ বনবো? হায় ভগবান। কোন জোচ্চর সন্ন্যাসী বলেছেল, আমার বৌ বাঁজা। দেখেযাও সন্ন্যাসী আমি বাপ বনবো। আমার ছেলে হবে। তারে অফিসে চাকরি দুবো। ইছকুলে পড়তি পাঠাবো। তারে শালা আমি আমার মতো জাত চাষা বানাবোনা। তারে মানুষ করবো। মনের মত মানুষ করবো। কুসুম। কুসুম। শুনছিসতুই? তুই মা হবি...!

কুসুম জানি....।

কার্তিক জানিস! আমারে নুকিয়ে ছিলি হারামজাদি। জসিমউদ্দিন আস। আস। মিষ্টি খাও। নাও, বাতাসা খাও। মুরি চিবাও। গেরামে গেলি তোমারে পাত পেতি ঠান্ডা মিঠাই খেতি দুবো। খাও, খাও। বাতাসা খাও। আসলে তুমিও যা, আমিও তা। তুমি ঠিকই বলেছো। তোমারও নাই-আমারও নাই। তুমি আমি একই নাইনের নোক। একই গাড়িতে গে-রামে যাবো-ঘরে ফিরবো.... ।

(আস্তেআস্তে আলো নিভে আসে পর্দা পড়ে)